কুরআন-সহীহ্ হাদীস ও স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে

তামাক-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের বিধান ও পরিণাম

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

কুরআন-সহীহ হাদীস ও স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে

তামাক-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের বিধান এবং পরিণাম

রচনায়

কামরুল হাসান বিন আব্দুল মাজীদ

(তরুণ লেখক ও গবেষক)

বিশেষ সহযোগিতায়

শাইখ আব্দুল্লাহ আত্ ত্বরিক

সহকারি শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্ বিন সিরাজ

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী-বাংলাদেশ।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

www.waytojannah.com

তামাক-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের বিধান এবং পরিণাম

স্বত্তাধিকার: প্রকাশনা কর্তৃক নির্ধারিত

প্রকাশক

আব্দুল্লাহ্ আল-মুবাশ্শির

ডি.এইচ, বি.এ(অনার্স), আরবি

ম্যানেজার

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

প্রকাশনায়

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী-বাংলাদেশ।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯৭০-৯৩৪৩২৫, wahidiyalibrary@gmail.com

ওয়েব: *http://wahidiyalibrary.blogspot.com*

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী।

কম্পিউটার কম্পোজ ও বিন্যাস

মোঃ হাবিবুল্লাহ - ০১৭৯৪-৬৭০১৬২

প্রচ্ছদ

মাকৃছুদুর রহমান - ০১৭৫২-২৮৪৮৭৯

ISBN 978-984-91018-0-2

নির্ধারিত মূল্য: ১৫ টাকা মাত্র

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্য........................০৫-২১

- তামাক-এর পরিচয়..০৫
- ধূমপান..০৫
- ধূমপানের ইতিহাস...০৬
- শরীয়তের দৃষ্টিতে ধূমপান...০৬
- আত্মহত্যাকারীদের শাস্তি...০৮
- তামাকদ্রব্য মাকরূহ না হারাম?..................................০৯
- নাবী ﷺ এর যুগে থাকা শর্ত নয়...............................১০
- তামাকদ্রব্য সেবনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না..................১১
- তামাকদ্রব্য সেবনে যে সকল রোগ হয়...........................১২
- জর্দা-ধূমপান জাহান্নামী খাবারের স্বরূপ........................১৩
- জর্দা-ধূমপান মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ..................১৪
- তামাকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকসমূহ.........................১৪
- ধূমপান করলে জরিমানা..১৫
- পিয়াঁজ-রসূন ও ধূমপান...১৭
- ধূপমানকারীদের বাহানা..১৮
- ধূমপানের আগে একটু ভাবুন!.......................................১৯
- ধূমপান ত্যাগ ও তাওবাহ্..১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: মাদকদ্রব্য...............................২২-৩২

- খম্‌র (মদ) এর সংজ্ঞা...২২
- যেসব বস্তু থেকে মদ তৈরি করা হয়.............................২২
- যেসব বস্তু মদের অন্তর্ভুক্ত...২৩
- সমস্ত মাদকদ্রব্য হারাম...২৩
- মাদকদ্রব্য সেবনকারীর শাস্তি......................................২৫
- মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকসমূহ..........................২৮
- মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হারাম.......................................২৯
- একটি বিদেশী ষড়যন্ত্র..২৯
- হায় রে মানবাধিকার!...৩০
- আসুন, মাদক প্রতিরোধ গড়ে তুলি!................................৩০

প্রারম্ভিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি একক। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী ﷺ এর উপর, যাঁর পরে আর কোন নাবী নেই।

বর্তমান বিশ্বের শতকরা ৯৫ জন পুরুষ মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত। এদের পাশা-পাশি ৫৪% মহিলারাও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করছে। যাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক আলেমও তা সেবন করছে আর এ বদনাম হতে বাঁচার জন্য নিজেরা ফাতওয়া তৈরী করে বলছেন, এগুলো মাকরূহ। আলেমরাই যদি এধরনের ফাতওয়া প্রদান করেন, তাহলে তা তো অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এপুস্তিকাটি জাতির সামনে প্রকাশের চেষ্টা করছি। আর এতে সার্বিকভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছি আল্লাহ্‌র বাণী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ্ থেকে।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমরাও মানুষ, আমাদের ভুল হতে পারে। আর হওয়াও স্বাভাবিক। তাই বইখানায় যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল মুসলিম ভাইকে উক্ত আলোচনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে হিদায়াতের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করুন। আমীন।

বিনীত

লেখক

৩০-০৮-২০১৫

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্য

তামাক-এর পরিচয়

তামাক এক ধরনের গাছ। এর পাতা এবং ডাল থেকে নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হয়। এগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- কেউ সরাসরি তামাকপাতা পানের সাথে ব্যবহার করে, আবার কেউ জর্দা হিসেবে ব্যবহার করে, আবার কেউ গুল হিসেবে ব্যবহার করে, আবার কেউ হুক্কা হিসেবেও ব্যবহার করে। তবে বিড়ি-সিগারেট হিসেবেই তামাকের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। এই ব্যবহারকে আমরা "ধূমপান" বলে থাকি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ধূমপান

ধূমপান একটি নিরব ঘাতক। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আমরা সকলেই শ্লোগান দিই যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অথচ ধূমপানের ক্ষতির তুলনায় আমাদের শ্লোগানটা খুবই হালকা। কারণ ধূমপান শুধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং মস্তিষ্কের জন্য, আত্মার জন্য, স্বভাব-চরিত্রের জন্য এবং সমাজ ও পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। বড় ক্ষতিকর বিষয় হলো, ধূমপানের মাধ্যমে ইসলামি নৈতিকতা নষ্ট হওয়া। ধোঁয়ার কারণে যেমন রান্নাঘরে কালো আবরণ পড়ে, তেমনি ধূমপানের কারণে দাঁতে, মুখে ও ফুসফুসে কালো আবরণ তৈরি হয়। ঘরের আবরণ পরিষ্কার করা সহজ কিন্তু ফুসফুসের আবরণ পরিষ্কার করা কঠিন তো বটে; বরং অসম্ভব। সমাজে যারা বিভিন্ন অপরাধ করে বেড়ায় তাদের ৯৮% ভাগ ধূমপান করে থাকে। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে তাদের ৯৫% ভাগ প্রথমে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়। তারপর মাদক সেবন শুরু করে। এমনকি ধূমপানকারী মায়ের সন্তানও উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে।[১]

ধূমপান নারীদের জরায়ু ও স্তনে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। নারীর ধূমপানের ফলে গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে, গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। মায়ের ধূমপানের কারণে বাচ্চার মধ্যে ঘনঘন খিচুনি

---

১. দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ ১৫-১২-২০০০ ইং

www.waytojannah.com

ও রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় এবং বুক ও চামড়া সংবেদনশীল হয়। ব্যবসায়ীরা জীবনের মূল্য তেমন বুঝে না, যেমন বুঝে না অপ্রাপ্ত বয়স্করা। ফলে তামাক ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভে এ ব্যবসা করে থাকে। ছোটরা কৌতুহলবশত এমন কাজ করে থাকে। আমাদের উচিত তাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া এবং সতর্ক করা।

ধূমপানের ইতিহাস

১৪৯২ ইং সালে ইউরোপে সর্বপ্রথম তামাক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের ভূমিতে তামাক চাষ করত এবং তা জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করত। ১৬০০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে তামাক চাষ শুরু হয়। প্রথমে ফ্রান্স, তারপর পর্তুগাল, স্পেন এবং ব্রিটেনে তামাক চাষ শুরু হয়। আমেরিকায় সর্বপ্রথম সিগারেটের কারখানা তৈরি হয় ১৮৮১ ইং সালে। ভারত, ইরান ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তামাক আমদানী হয় ১৭০০ শতাব্দীতে। অতঃপর দুর্ভাগ্যক্রমে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশে তুর্কীদের মাধ্যমে তামাকের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলামের শত্রুরা মুসলিম দেশে তামাকের প্রসার করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। মরক্কোকে সর্বপ্রথম ধূমপানের প্রচলন ঘটায় এক ইয়াহুদী। জনৈক অগ্নিপূজক সুদানে ধূমপানের প্রচলন শুরু করে। এভাবে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে এই ব্যাধির প্রসার ঘটে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ধূমপান

ধূমপানকারীরা সাধারণত এ কথা বলে যে, কুরআন-হাদীসে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। অথচ কুরআনের একাধিক আয়াত ও হাদীসের একাধিক ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধূমপান নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।[২]

উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, ধূমপান নিষেধ। কারণ প্রত্যক্ষভাবে আমরা অবলোকন করি যে, ধূমপানের কারণে নানা ধরণের প্রাণনাশী

২ (সূরা বাকারাহ্-২:১৯৫)

www.waytojannah.com

রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। আর উক্ত আয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, যা জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা ধূমপান নিষিদ্ধ হয়, সেটা জীবন বিধ্বংসী কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

অর্থ: তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করো না।[৩]

এই আয়াতে আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর জেনে শুনে ধূমপান করা মানে এক ধরনের আত্মহত্যা করা। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হলো।

অনুরুপভাবে সহীহ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ধূমপান নিষিদ্ধ।

যেমন- মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

অর্থ: "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেন। ১. অযথা কথাবার্তা বলা, ২. সম্পদ নষ্ট করা এবং ৩. অধিক হারে প্রশ্ন করা।"[৪]

আর ধূমপানকারীরা অনর্থক সম্পদ নষ্ট করে থাকে। তাই উক্ত হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অপছন্দ করেন।

সুতরাং বুঝা গেল, ধূমপান নিষিদ্ধ; তা না হলে আল্লাহ তা'আলা ধূমপানকারীদের অপছন্দ করতেন না।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

৩. সূরা নিসা-৪:২৯

৪ (সহীহ বুখারী, হা/১৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৮২, ৫৯৩)

www.waytojannah.com

অর্থঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[৫]

আর নিঃসন্দেহে ধূমপানকারী ধূমপানের দ্বারা তার স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও আশেপাশের লোকজনকে কষ্ট দিয়ে থাকে। আর মানুষকে কষ্ট দেয়া নিষেধ। সুতরাং ধূমপান নিষেধ।

অতএব, কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, ধূমপান হারাম ও নিষিদ্ধ।

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছিল যে, ধূমপান আত্মহত্যার শামিল। তাই বিস্তারিতভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যার শাস্তির বর্ণনা করা উচিত মনে করছি।

আত্মহত্যাকারীদের শাস্তি

ইসলামে আত্মহত্যার শাস্তি খুবই কঠোর। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে, তার দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং মৃত্যুর পরে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির যন্ত্রণা।

কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে ধারাল লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করলে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে অনন্তকাল সেভাবেই শাস্তি ভোগ করবে।[৬]

বিশ্ব নাবী (ﷺ) বলেন, কেউ যদি উঁচু পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে অথবা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে পাহাড় হতে অনন্তকাল সেভাবে লাফাতে থাকবে।[৭]

কোন ব্যক্তি বিষ পানে অথবা বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করলে, সে জাহান্নামে অনন্তকাল বিষ পান করতে থাকবে। এবং বর্শা বিদ্ধ হতে থাকবে।[৮]

কোন ব্যক্তি ছুরির আঘাতে আত্মহত্যা করলে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে অনন্তকাল নিজের দেহে ছুরি মারতে থাকবে।[৯]

---

৫. সহীহ বুখারী,হা/৫১৮৫:সহীহ মুসলিম,হা/১৮৩)

৬. বুখারী তাও. হা/১৩৬৩,৪১৭১,৪৮৪৩,৬৬৫২, আপ্র. হা/১২৭৩, ইফা. হা/১২৮০,মাশা. এবং মাপ্র. হা/১৩৬৩, মুসলিম ১১০

৭. বুখারী তাও. হা/১৩৬৫, ৫৭৭৮ ইফা. হা/১২৮১. আপ্র. হা/১২৭৪, মুসলিম হা/১১৩

৮. বুখারী তাও. হা/১৩৬৫. ইফা. হা/১২৮১, আপ্র. হা/১২৭৪

www.waytojannah.com

অতএব আসুন, ধূমপান নামের আত্মহত্যা হতে বেঁচে থাকি। তা না হলে জাহান্নামের উত্তপ্ত লোহা দ্বারা তৈরী কৃত বিড়ি-সিগারেট পান করিয়ে অনন্তকাল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

তামাকদ্রব্য মাকরূহ না হারাম?

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:- ১. হালাল ও ২. হারাম।

এ মর্মে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

অর্থ: আর তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।[১০]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾

অর্থ: হালাল ও হারাম কখনো এক নয়।[১১]

এ মর্মে মহানবী ﷺ বলেন:

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

অর্থ: নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহ জনক কিছু বস্তু।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন-

مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

অর্থ: যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয়ে পতিত হল, সে যেন হারামেই পতিত হল।[১৩]

---

৯. সহীহুল বুখারী হা/৪১৭১, ৪৮৪৩, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২, মুসলিম হা/১১০

১০. সূরা আরাফ-৭:১৫৭

১১. সূরা মায়েদা-৫:১০০

১২. সহীহ বুখারী ইফা. হা/১৯২৩, তাও. হা/আপ্র. হা/১৯০৮, মাপ্র. হা/২০৫১,৫২, মুসলিম হা/১৫৯৯, আহমাদ হা/১৮৩৯৬, ১৮৪০২, মিশকাত হা/২৭৬২

১৩. আবূ দাউদ হা/৩৩৩০, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৯৪৮

www.waytojannah.com

উল্লেখিত কুরআন এবং হাদীসের দলিল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে মাকরুহ বলতে কোন বিধান নেই। যা রয়েছে হারাম ও হলাল।

সুতরাং বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা হালাল নয়। কুরআন এবং সুন্নাহ্র আলোচনা প্রমাণ করে এ সকল বস্তুসমূহ হারাম। এ মর্মে বিশ্ব নাবী ﷺ বলেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অর্থ: যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু মদ। আর যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।[১৪]

উল্লেখ্য যে, যে সকল লোক এবং আলেম এ সকল বস্তু মাকরুহ বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখেন যে, ঐ সকল লোক বা আলেমরা ঐ সমস্ত বস্তু পানকারী অথবা ভক্ষণকারী। অতএব, কোন লোকের কথা মান্য করা যাবে না আল্লাহ্ ও রাসূল ছাড়া। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾

অর্থ: অতএব যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[১৫]

অতএব প্রমাণিত হয় যে, তামাকদ্রব্য মাকরুহ নয় বরং হারাম।

নাবী ﷺ এর যুগে থাকা শর্ত নয়

অনেকে বলে থাকেন যে, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, ইয়াবা, গুলসহ অন্যান্য তামাক দ্রব্যাদি নাবী ﷺ এর যুগে ছিল না। তা হলে কিভাবে তা হরাম হতে পারে?

আমরা বলব, কোন বস্তু হারাম হওয়ার জন্য নবী ﷺ এর জীবিত থাকা শর্ত নয় বরং শরীয়ত নির্দেশিত শর্তগুলোই প্রযোজ্য। বিশ্ব নাবী ﷺ এর যুগে অনেক বস্তুই ছিল না, যা বর্তমানে মানুষ ব্যবহার করছে। যেমন এক হাদীসে বিশ্ব নাবী ﷺ বলেছেন, শক্তি হল "রামী"। তাই অনেকে এর অর্থ করেছেন তীর, আর অধিকাংশ মনীষীগণ এর অর্থ

১৪. মুসলিম হা/২/১৬৭ পৃ: ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৯০, মিশকাত হা/৩৬৩৮
১৫. সূরা নিসা-৪:৫৯

www.waytojannah.com

করেছেন 'নিক্ষিপ্ত'। অর্থাৎ যে যুগে আপডেট করে যে নিক্ষিপ্ত বস্তু তৈরী হবে, সেটিই হল "রামী"। যেমন রাসূল ﷺ এর যুগে "রামী" ছিল তীর।

আর বর্তমান যুগে "রামী" হল, তীর, ক্ষেপনাস্ত্র, বোমাসহ অন্যান্য অস্ত্রসমূহ। ঠিক তদরূপ বিশ্ব নাবী ﷺ প্রত্যেক বস্তুর জন্য কিছু সূত্র রেখে গেছেন। এখন সেগুলো যথা সময়ে, যথা স্থানে প্রয়োগ করে অর্থ বুঝে নিতে হবে। যেমন বিশ্ব নাবী ﷺ বলেছেন, যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ। আর যাবতীয় মদই হারাম। তিনি আরো বলেন, যে বস্তু বেশি খেলে বা পান করলে নেশা আসে, তার অল্পও হারাম।

এ ছাড়াও আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَال سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থ: আবুল জুওয়াইরিয়া (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে "বাযাক" সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ "বাযাক" আবিষ্কারের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব যে বস্তু নেশা সৃষ্টি করে তাই হারাম।[১৬]

উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, তামাক, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট, গুল, ইয়াবাসহ অন্যান্য সকল নেশাদ্রব্য অবশ্যই হারাম।

তামাকদ্রব্য সেবনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

তামাকদ্রব্য ভক্ষণকারী এবং পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

অর্থ: আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, মাদকদ্রব্য ভক্ষণকারী বা পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৭]

বিশ্ব নাবী ﷺ আরো বলেন-

---

১৬. বুখারী ৫৫৮৯

১৭. ইবনে মাজাহ হা/ ৩৩৭৬

www.waytojannah.com

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'য়ালা তিন শ্রেণির লোকের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন ১. মাদকদ্রব্য ভক্ষণকারী বা পানকারী, ২.পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ৩. দায়ূস, যে নিজ পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।[১৮]

অতএব প্রত্যেক মাদকদ্রব্য সেবনকরীর জন্য ওয়াজিব হল, আজ হতে তা পরিত্যাগ করা। যদি জান্নাতে যেতে চান।

তামাকদ্রব্য সেবনে যে সকল রোগ হয়

নেশাদ্রব্য পান এবং খাওয়ার ফলে মানব দেহে অনেক রোগ আক্রমণ করে। যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে-ধীরে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। ডাক্তার Harv.w বলেন, মৃত্যুর সাথে তামাক দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্করয়েছে। এতে যে বিষাক্ত বস্তু আছে তার নাম "নিকোটিন" এই বিষ মানব দেহে প্রবেশ করে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মাদক বস্তু পান করার ফলে যে সকল রোগে মানব দেহ আক্রান্ত হতে পারে:-

- ক্যান্সার।
- ব্লাড ক্যান্সার।
- হৃদ রোগ ।
- যক্ষ্মা।
- ফুস-ফুসে পানি জমা।
- রক্ত স্বল্পতা।
- কিডনি রোগ (নেফটিক সিনড্রম)।
- মাংস পেশীতে রোগ ।
- বিকলাঙ্গ হওয়া।
- অস্থিরতা ।
- ঘুম না হওয়া।

---

১৮. তারগীব ওয়াত তারহীব হা/ ২/২৯৯

- মাথা ব্যথা ।
- বেশী বেশী বমি হয়ে শরীর দুর্বল হওয়া।
- ক্ষুধামন্দা ।
- অপুষ্ট হওয়া।
- গ্যাষ্ট্রিক।
- আলসার।
- লিবার সিরোসিস।
- মৃগী রোগ।
- জন্ডিস রোগ।
- টিটেনাস।
- দৃষ্টিহীনতা
- চর্ম রোগ।
- মস্তিষ্ক বিকৃতি।
- স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ।
- মাসিকের অনিয়ম।
- বন্ধ্যাত্ব।
- যৌন রোগ।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- বিষক্রিয়া।
- মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া।

প্রত্যেকটি সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লিখা রয়েছে কোন না কোন রোগের কথা। আমার মনে হয় কোন পাগলও যদি লিখা দেখে যে, কোন বোতলের গায়ে লেখা থাকে যে, এটি বিষ। তখন সে এটি পান করবেনা? অথচ প্যাকের গায়ে লেখা থাকে যে ধূমপান ক্যান্সারের কারণ, ধূমপান হৃদ রোগের কারণ। ধূমপান বিষ পান, ধূমপান মৃত্যুর কারণ।

অতএব ধূমপান পরিহার করুন। অকাল মৃত্যু হতে বেচে থাকুন।

জর্দা-ধূমপান জাহান্নামী খাবারের স্বরূপ

জাহান্নামে পাপিষ্টদের খাবার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾

অর্থ: "ঐ খাবার তাদের স্বাস্থ্যও ভাল রাখবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না"[১৯] সাধারণত দু'টি কারণে খাবার গ্রহণ করা হয়। ১. সুস্বাস্থের জন্য ও ২. ক্ষুধা নিবারণের জন্য। অথচ জাহান্নামী খাবারে এর কোনটাই থাকবে না। তদ্রুপ, জর্দা-ধূমপানও যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট করে তেমনি ক্ষুধাও মিটাতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল, জর্দা-ধূমপান জাহান্নামী খাবারের স্বরুপ। এই নোংরা ও অভিশপ্ত খাবার অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

জর্দা-ধূমপান মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ

জর্দা-ধুমপান করার কারণে যে বিষাক্ত ধোঁয়া ও নোংরা দুর্গন্ধ ছড়ায় তা দ্বারা পাশের মানুষগুলোর ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সি.ডি.সি-এর পরিসংখ্যানুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সুস্থ মানুষ জর্দা ও ধূমপায়ীর বিষক্রিয়ায় মারা যায়। বুঝা গেল, জর্দা-ধূমপান আসলে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থ: যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফিতনা ছড়ানোর মতো অপরাধ করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।[২০]

তামাকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকসমূহ

তামাকদ্রব্য সেবনে প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আগুনে পুড়ানো হচ্ছে। মদ, ভিয়ার, ইয়াবাসহ অন্যান্য তামাকদ্রব্য সেবনে প্রতি বছর প্রায় আরো দুই হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান রবের সাথে কুফুরী করেছে।[২১]

---

১৯. সূরা গাশিয়াহ-৮৮:৭

২০. সূরা মায়িদাহ-৫:৩২

www.waytojannah.com

একজন লোক দৈনিক কম পক্ষে ১০ টাকার তামাকদ্রব্য সেবন করে থাকে। উক্ত ১০ টাকা দিয়ে তামাকদ্রব্য পান না করে যদি একটি ফল ভক্ষণ করত, তাহলে সেটি তার দেহের জন্য অনেক উপকারী হত, অথচ তামাকদ্রব্য সেবনের ফলে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই অধিক। যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এবার তামাকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকগুলো এক নজরে দেখে নিই।

১. আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা।
২. ফিরিশ্‌তাদেরকে কষ্ট দেওয়া।
৩. অধূমপায়ীদেরকে কষ্ট দেওয়া।
৪. পরিবেশ দূষিত করা।
৫. ইসলামের শত্রুদেরকে সাহায্য করা।
৬. আল্লাহ্‌র যিকির হতে দূরে রাখা।
৭. স্মরণশক্তি কমিয়ে দেওয়া।
৮. মনোবল দুর্বল করে দেওয়া।
৯. দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া।
১০. দাঁতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়া।

ধূমপান করলে জরিমানা

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধি-মালা ২০১৫ তে বলা হয়েছে যে, পাবলিক প্লেস ও গণ পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।

১৬ জুন ২০১৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে দেশের সরকার তামাকজনিত ক্ষতি হ্রাসে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি "WHO Frame Work Convention of Tobacco Control (WHOFCTC)" স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫' প্রণয়ন করে। কিন্তু কিছু দুর্বলতার কারণে আইনটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। তাই ২০১৩ সালের মে মাসে আইনটি সংশোধিত আকারে পাস করা হয়। এবং ১২ মার্চ ২০১৫ তে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আইনের ধারা-৪ অনুযায়ী পাবলিক

---

২১. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:২৭

www.waytojannah.com

প্লেস ও গণ পরিবহণে ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ২৪ ধরনের স্থানকে পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- সরকারী অফিস।
- আধা-সরকারী অফিস।
- স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী অফিস।
- গ্রন্থাগার।
- লিফ্‌ট।
- আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র।
- হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন।
- আদালত ভবন।
- বিমানবন্দর ভবন।
- সমুদ্রবন্দর ভবন।
- নৌবন্দর ভবন।
- রেল-স্টেশন ভবন।
- বাস টার্মিনাল ভবন।
- প্রোগৃহ।
- প্রদর্শনী কেন্দ্র।
- থিয়েটার হল।
- বিপণী ভবন।
- আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট।
- পাবলিক টয়লেট।
- শিশুপার্ক।
- যাত্রীছাউনী।
- খেলাধূলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত স্থান।
- সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য যে কোন স্থান।

আর ৮ ধরনের যানবাহনকে গণ পরিবহণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- মোটরগাড়ি।
- বাস।

www.waytojannah.com

- রেলগাড়ি।
- ট্রাম।
- জাহাজ।
- লঞ্চ।
- উড়োজাহাজ।
- সব ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন।

উল্লেখিত স্থানে ধূমপান করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।[২২]

পিয়াঁজ-রসূন ও ধূমপান

কাঁচা পিয়াঁজ-রসূন সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي مَسْجِدِنَا

অর্থ: মু'আবিয়া ইবনু কুর্রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দু'টি গাছ অর্থাৎ কাঁচা পিয়াঁজ-রসূন ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, যে ভক্ষণ করবে সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে।

তিনি আরো বলেন, যদি তোমাদের একান্তই ভক্ষণ করতে হয়, তাহলে রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খাও।[২৩]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আমলে কোন ব্যক্তি কাঁচা পিয়াঁজ ও রসূন বা এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে আসলে তাকে মাসজিদ হতে বের করে বাকীউল গারকাদ নামক কবরস্থানে রেখে আসা হতো।[২৪]

উল্লেখিত আলোচনা প্রমাণ করে যে, কাঁচা পিয়াঁজ-রসূন বা এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে আসলে রাসূল ﷺ মাসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। অথচ এর দুর্গন্ধ সামান্য। পক্ষান্তরে বিড়ি-সিগারেট, তামাক, জর্দা ইত্যাদির দুর্গন্ধ প্রকট বেশী। রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা যেমন

---

২২. কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, মে-২০১৫
২৩. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, হা/৩৮২৭, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হা/৩১০৬, তাহক্বিক মিশকাত হা/৭৩৬
২৪. সহীহ মুসলিম

www.waytojannah.com

প্লেস ও গণ পরিবহণে ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ২৪ ধরনের স্থানকে পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- সরকারী অফিস।
- আধা-সরকারী অফিস।
- স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী অফিস।
- গ্রন্থাগার।
- লিফ্‌ট।
- আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র।
- হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন।
- আদালত ভবন।
- বিমানবন্দর ভবন।
- সমুদ্রবন্দর ভবন।
- নৌবন্দর ভবন।
- রেল-স্টেশন ভবন।
- বাস টার্মিনাল ভবন।
- প্রেক্ষাগৃহ।
- প্রদর্শনী কেন্দ্র।
- থিয়েটার হল।
- বিপণী ভবন।
- আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট।
- পাবলিক টয়লেট।
- শিশুপার্ক।
- যাত্রীছাউনী।
- খেলাধূলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত স্থান।
- সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য যে কোন স্থান।

আর ৮ ধরনের যানবাহনকে গণ পরিবহণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- মোটরগাড়ি।
- বাস।

দুর্গন্ধের কারণে কষ্ট পাও তেমনি ফিরিশ্‌তারাও কষ্ট পায়। অতএব তোমরা দুর্গন্ধ পরিহার করে মাসজিদে আসবে।[২৫]

কোন মুসল্লি যদি ধূমপান করে মাসজিদে সলাত পড়তে যায়, তার পাশের মুসল্লির মনে হয় সে সলাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

তাহলে এটি আপনি কেন করবেন? আপনার নিজের সলাতও নষ্ট করলেন এবং পাশের মুসল্লির সলাতও নষ্ট করলেন। আর তার সাথে ফিরিশ্‌তাদেরকেও কষ্ট দিলেন। এটা আপনার জানা উচিৎ যে, হারাম বস্তু ভক্ষণ করে বা পান করে কোন ইবাদত করলে তা গ্রহণ যোগ্য হয় না।

বিশ্ব নাবী ﷺ বলেন-

مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে যেন মহান আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল।[২৬]

উল্লেখ্য যে, ধূমপায়ী অথবা তামাক, জর্দা, হাদা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য পানকারী বা ভক্ষণকারী কোন ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা বিশুদ্ধ নয়।

ধূপমানকারীদের বাহানা

আপনি যদি কোন ধূমপানকারীকে প্রশ্ন করেন যে, ভাই, আপনি কেন ধূমপান করছেন? তাহলে উত্তরে সে নানা বাহানা পেশ করে।তাই তাদের বাহানা ও তার জবাব নিম্নে পেশ করা হলঃ-

১. "মনের বিষন্নতা দূর করার জন্য ধূমপান করি"-এটা একটি অযৌক্তিক বাহানা। ধূমপানের দ্বারা কখনো বিষন্নতা দূর হয় না; বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও স্মরণেই মনের বিষন্নতা দূর হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থ: জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।[২৭]

---

২৫. বুখারী,মুসলিম
২৬. তাবারানী- হা/৩৬০৭, ৪৬৮ হাসান সনদে
২৭. সূরা রা'দ-১৩:২৮

www.waytojannah.com

২. "ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়"-এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ ধূমপানে ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ ধূমপান রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৩. "ধূমপানে বন্ধু বাড়ে"-এ কথা যদিও ঠিক, তবে ধূমপায়ী বন্ধু বাড়ার চাইতে না থাকায় ভালো।

৪. "ধূমপান কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করতে সাহায্য করে"-আসলে ব্যাপারটা এর বিপরীত। কারণ ধূমপানে শ্বাসকষ্ট হয় ও গলা শুকিয়ে যায়। ফলে চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ধূমপানের আগে একটু ভাবুন!

➢ কোন পশু-পাখী তামাক গাছের কাছে যায় না। তাহলে তামাক পাতা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন তামাকদ্রব্য আপনি কেন সেবন করবেন? আপনি কি পশু-পাখীর চেয়েও অধম?

➢ কেন আপনি ধূমপান করে সমাজে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন?

➢ কেন আপনি অযথা বন্ধুদেরকে নষ্ট করবেন?

➢ ধূমপানের নিদর্শন মুখে নিয়ে কিভাবে মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাত করবেন?

➢ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন বৈধ পন্থায় খরচ করার জন্য। তাহলে অযথা ধূমপান করে আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ নষ্ট করে কেন বড় ধরনের গুনাহ্গার হবেন?

➢ পূর্বে যতগুলো ধূমপানের ক্ষতির দিক উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ভালোভাবে চিন্তা করুন, তারপর ভাবুন, ধূমপান করবেন কিনা?

ধূমপান ত্যাগ ও তাওবাহ্

আসুন, ধূমপান সহ যাবতীয় মাদক বস্তু ছেড়ে তাওবাহ্ করি। কেননা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র হালাল বস্তু ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

বিশ্ব নবী ﷺ বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র হালাল বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।[২৮]

অতএব আসুন, আমরা আমাদের কৃত আমল সমূহ কবুল করাতে হলে পূর্বের পানকৃত হারাম দ্রব্য সমূহ পরিহার করি এবং মহান আল্লাহ্র তরে তাওবাহ্ করি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলে দিন, (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।[২৯]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ্ কর, একনিষ্ঠ খালিছ তাওবাহ্। তাহলে অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহমান।[৩০]

বিশ্ব নাবী ﷺ বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। বিশ্ব নাবী ﷺ আরো বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পশ্চিম দিকে তাওবার একটি দরজা সৃষ্টি করেছেন যার প্রশস্ততা ৪০ বছরের পথ সমান। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত যা বন্ধ হবার নয়। (অতএব তোমরা এ সময়ের মধ্যেই তাওবাহ্ করে নাও)।[৩১]

---

২৮. সহীহ মুসলিম

২৯. সূরা যুমার-৩৯:৫৩

৩০. সূরা আত-তাহরীম-৬৬:৮

৩১. আহমাদ, তিরমিযী সনদ সহীহ

Contents

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন-

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

অর্থ: কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের পাপরাশি মিটিয়ে দেন সাওয়াব দ্বারা। কেননা, আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।[৩২]

ধূমপান ছেড়ে দিয়ে তাওবাহ্ করলে আল্লাহ্ আপনাদের কে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তাওবার পর তা আর পান করতে পারবেন না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রাজি-খুশি করার নিমিত্তে কোন (হারাম বা মন্দ) বস্তু ত্যাগ করবে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে এর (এই হারামের) চেয়ে আরো অধিক (হালাল) উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।[৩৩]

বিড়ি-সিগারেট, তামাক, জর্দা,
সবি নেশার বস্তু দ্বারা পয়দা।
পানের সাথে জর্দা ও হাদা,
পেয়ে খুশি হয় দাদী ও দাদা।
মদ-গাঁজা আর ফুসকি-ইয়াবা,
যুবক-যুবতী পেয়ে কয় মারহাবা।
তামাকদ্রব্য ও নেশার বস্তু সবি,
হারাম বলেছেন বিশ্ব নাবী।

---

৩২. সূরা ফুরকান-২৫:৭০
৩৩. বায়হাকী সহীহ হাসান

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়: মাদকদ্রব্য

খম্‌র (মদ) এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে خَمْر শব্দের অর্থ-বিলুপ্ত করা, আচ্ছন্ন করা, নেশাযুক্ত পানীয়, মদ, শরাব, সুরা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিশ্ব নাবী ﷺ বলেন, وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ যে বস্তু (পান করলে অথবা ভক্ষণ করলে) সুস্থ মস্তিষ্ক কে আচ্ছাদিত করে সে বস্তুই মদ।[৩৪]

তিনি আরো বলেন, যাবতীয় নেশাদ্রব্যই মদ, আর প্রত্যেক মদ-ই হারাম।[৩৫]

তিনি আরো বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে নেশাদ্রব্য বেশী পরিমাণ ভক্ষণ করলে অথবা পান করলে মস্তিষ্কে নেশা আসে, সেটা কম পান করা অথবা কম ভক্ষণ করাও হারাম।[৩৬]

যেসব বস্তু থেকে মদ তৈরি করা হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মদ তৈরি হয় দু'টি গাছ (এর ফল) হতে, তা হলো-খেজুর ও আঙ্গুর।[৩৭]

---

৩৪. বুখারী হা/৪৬১৯

৩৫. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৯০

৩৬. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৯৩

৩৭. সহীহ মুসলিম হা/১৯৮৫, ইবনে মাজাহ হা/৩৩৭৮, আবু দাঊদ হা/৩৬৭৮

www.waytojannah.com

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, হে লোকসকল, মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি বস্তু থেকে তৈরি হয়-আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব।[৩৮]

যেসব বস্তু মদের অন্তর্ভুক্ত

বর্তমানে মাদকদ্রব্যগুলো বিভিন্ন নামে প্রচলিত রয়েছে। তবে নাম ভিন্ন হলেও এগুলো মদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- হুইস্কি, বিয়ার, হেরোইন, প্যাথাইন, চরস, আফীম, হাসিস, কোকেন, শ্যাম্পেইন, হেম্প, মারিজুয়ানা, ব্রাউন সুগার, এল.এস.ডি, ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ।

সমস্ত মাদকদ্রব্য হারাম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অর্থ: ইবনু উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে বস্তু নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর সকল প্রকার নেশা সৃষ্টি কারী বস্তুই হারাম।[৩৯]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থ: আয়িশাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মধু দ্বারা তৈরী করা মদ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়ই হারাম।[৪০]

---

৩৮. সহীহ বুখারী হা/৪৬১৯, সহীহ মুসলিম হা/৩০৩২, ইবনে মাজাহ হা/৩৩৭৯, আবু দাউদ হা/৩৬৬৯

৩৯. সহীহ মুসলিম হাএ. হা/৫১১৩,ইফা. হা/৫০৪৮, ইসে. হা/৫০৫৮, ফুআদ আব্দুল বাকী হা/২০০৩,সহীহ তিরমিযী ইফা. হা/১৮৬১, মাপ্র. হা/১৮৬১. ইরওয়াউল গালীল ৮/৪১

www.waytojannah.com

একই অর্থে মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অর্থ: ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম।[৪২]

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থ: আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যাবতীয় নেশা সৃষ্টি কারী দ্রব্য হারাম। যে দ্রব্য এক মশক পান করলে নেশা হয় তার এক বিন্দু পরিমাণ পান করাও হারাম।[৪৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

অর্থ: জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে দ্রব্য বেশী পরিমাণ পান করলে নেশা আসে, তার অল্প পরিমাণ পান করাও হারাম।[৪৪]

উপরে উল্লেখিত হাদীস গুলো প্রমাণ করে যে,বিড়ি-সিগারেট, হাদা, তামাক-জর্দা সহ যত প্রকার তামাকদ্রব্য রয়েছে সবগুলোই হারাম।

আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়কারী তীর- এ সকল বস্তু হল নোংরা-অপবিত্র, শয়তানের কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

---

৪০. সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম হাএ. হা/৫১০৬-০৭, ইফা. হা/৫০৪১-৪৩, ইসে. হা/৫০৫১-৫৩, ফুআদ আব্দুল বাকী হা/২০০১, সহীহ তিরমিযী ইফা. হা/১৮৬৩, মাপ্র. হা/১৮৬৩, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৮৬

৪১. সহীহ মুসলিম ইসে. হা/৫০৫৪, ইফা. হা/৫০৪৪,হাএ. হা/৫১০৯, ফুআদ আব্দুল বাকী হা/১৭৩৩

৪২. সহীহ মুসলিম, সহীহ তিরমিযী ইফা. হা/১৮৬৪, মাপ্র. হা/১৮৬৪, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৮৭

৪৩. তিরমিযী ইফা. হা/১৮৬৬, মাপ্র. হা/১৮১৮৬৬, ইরওয়াউল গালীল হা/২৩৭৬, সনদ সহীহ

৪৪. তিরমিযী ইফা. হা/১৮৬৫, মাপ্র. হা/১৮৬৫, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৩৯৩, ইমাম তিরমিযী এবং আলবানী এর সনদকে হাসান বলেছেন

Contents

অতএব এসব কর্ম হতে তোমরা বিরত থাকো; যাতে সফলকাম হতে পার।[৪৫]

পূর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ বলছে, যে বস্তু বেশী পান করলে নেশা আসে তার অল্প পান করাও হারাম।

যারা ধূমপানে অভ্যস্ত নয়, তাদেরকে আপনি এক সাথে ১০ থেকে ২০ টি বিড়ি অথবা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলুন, এবার টানতে থাকো। দেখবেন ২/৩ টি টান দেওয়ার পূর্বেই সে বেহুঁশ হয়ে পড়বে অথবা তার মাথা ব্যথা করবে। তার মানে হল, তাকে ঐ বস্তু নেশায় আচ্ছন্ন করেছে। অতএব, এ পরীক্ষা হতেও প্রমাণ হচ্ছে যে, বিড়ি-সিগারেট, হাদা, জর্দা, ইয়াবা, সহ সকল তামাকদ্রব্য হারাম।

মাদকদ্রব্য সেবনকারীর শাস্তি

মাদকদ্রব্য ভক্ষণকারী বা পানকারীর জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি এবং অরুচিকর খাদ্য। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে মহান আল্লাহ্ ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবাহ্ করে তাহলে আল্লাহ্

৪৫. সূরা মায়েদা-৫:৯০

www.waytojannah.com

তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন। আবার যদি সে নেশাদার দ্রব্য পান করে, মহান আল্লাহ্ ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবাহ্ করে তাহলে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন। পূনরায় যদি সেনেশাদার দ্রব্য পান করে, মহান আল্লাহ্ ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না। এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু যদি তাওবাহ্ করে, তাহলে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন। এরপর চতুর্থবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে আল্লাহ্ তাকে ক্বিয়ামতের দিন "রদাগতুল খবাল" পান করাবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল "রদাগতুল খবাল" কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আগুনের তাপে জাহান্নামীদের দেহ হতে গলে পড়া রক্ত-পুঁজ মিশ্রিত গরম পানি।[৪৬]

যে সকল ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন করেন তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে শারীয়তে।

মাদকদ্রব্য পান কারীর ৪০ দিনের সালাত কবুল হয়না।[৪৭]

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য পান করবে, ৪০দিন আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন না।[৪৮]

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তামাক দ্রব্য পান কারীকে ৪০ বার জুতা এবং বেত মারতেন।[৪৯]

দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আমলে তামাক দ্রব্য পান কারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হতো।[৫০]

আবূদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, দোস্ত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অসিয়ত করেছেন, নেশাদ্রব্য পান করিও না। কেননা, নিশ্চয়ই তা সকল অন্যায়ের মূল।[৫১]

---

৪৬. ইবনে মাজাহ হা/২৭৩৮
৪৭. ইবনে মাজাহ হা/২৭৩৮
৪৮. আহমাদ ২৭৬৪৪, তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৪১০
৪৯. বুখারী, মুসলিম, তাহ: মিশকাত হা/৩৬১৫,বাং মিশকাত হা/৩৬৫১ শাস্তি অধ্যায়
৫০. বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬
৫১. ইবনে মাজাহ হা/৩৩৭১

www.waytojannah.com

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন আমার উম্মাত নেশাদ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে।

১. বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধ্বসে যাবে ২. উপর থেকে বা অন্য কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম-অত্যাচার নেমে আসবে ৩. পাপের কারণে অনেকের আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

আর এ গযবের মূল কারণ তিনটি:- ১. নেশাদ্রব্য পানকারীর আধিক্য ২. গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হওয়া ৩. বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া।[৫২]

উল্লেখিত আলোচনা প্রমাণ করে যে, তামাকদ্রব্য পান করা অবশ্যই হারাম এবং এ হারাম দ্রব্য পানকারীদের জন্য ভয়াবহ আযাব রয়েছে।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মাদকদ্রব্য পানকারী, সরবরাহকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রস্তুতকারী, উৎপাদনে সাহায্যকারী, বহনকারী, যার নিকট বহন করা হয় এবং তার মূল্য ভক্ষণকারী- সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।[৫৩]

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, হে মানুষ সকল, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি নাবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন। এরপর তিনি একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে (জিহাদের জন্য) আল্লাহ্‌র পথে দীর্ঘ সফরে রত থাকে। ধূলি-ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুলে তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে সে দু'আ করতে থাকে হে প্রভূ ! হে প্রভূ !! অথচ তার পোষাক হারাম , তার পানীয় হারাম, তার খাদ্য হারাম। তার দু'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?[৫৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, হালাল জীবিকার ইবাদাত ছাড়া মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্য কোন প্রকার দু'আ গ্রহণ করেন না।[৫৫]

---

৫২. মিশকাত হা/

৫৩. আবূ দাউদ ৩/৩২৬১,তিরমিযী ৩/৫৩৮, মিশকাত হা/২৭৭৬, বাংলা মিশকাত হা/২৬৫৬

৫৪. মুসলিম হা/৭০৩, মিশকাত হাএ হা/২৭৬০

৫৫. বুখারী হা/৫১১,২৭০১, মুসলিম হা/৭০২

www.waytojannah.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

অর্থ: নাবী ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তামাকদ্রব্য এবং তার মূল্য হারাম করেছেন। মৃত প্রাণী ও তার মূল্য হারাম করেছেন। শূকর ও তার মূল্য হারাম করেছেন।[৫৬]

মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকসমূহ

মাদকদ্রব্য সেবনে মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজে এবং তার পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন-

- নিয়মিত মাদকদ্রব্য সেবনে মেধা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়।
- মাদকাসক্তির কারণে সমাজে খুন ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারা অনেক সতী মহিলার ইয্যত নষ্ট হয়।
- মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে সমাজে অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকামিতা বৃদ্ধি পায়।
- চরম মাদকাসক্তির কারণে কখনো এমন ঘটনাও ঘটে, যেটা কল্পনাতীত। যেমন- কখনো শুনা যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজের মেয়ে, মা অথবা বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিনা কারণে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে।
- মদ্যপায়ী ব্যক্তি মাদকদ্রব্য ক্রয়ের পেছনে অযথা টাকা নষ্ট করে থাকে।
- মাদকদ্রব্য সুলভ হওয়ার কারণে যুব সমাজ আজ অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে গেছে।
- মাদকদ্রব্য সেবন করার কারণে হেফাযতকারী ফিরিশ্তারা কষ্ট পায়।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন- রক্তস্বল্পতা, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ, আলসার, ক্যান্সার, নেফটিক সিনড্রম, মৃগী রোগ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস

৫৬. আবূ দাউদ হা/৩৪৮৫

www.waytojannah.com

পাওয়া, আত্মহত্যা প্রবণতা, উশৃংখল আচরণ, ধর্ম পালনে অলসতা, অধিক দেউলিয়াপনা, পরিবারের সদস্যদের টেনশন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও বেকারত্ব প্রভৃতি।

➢ মাদকদ্রব্য সেবনকারীর কোন নেক আমল ৪০ দিন পর্যন্ত কবুল হয় না।

➢ মৃত্যুর সময় মাদকাসক্ত ব্যক্তির ঈমানহারা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হারাম

সমাজে এমন অনেক ভাই আছেন, যারা তামাক ও মাদকদ্রব্য নিজে সেবন করেন না। কিন্তু এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করেন। অথচ ইসলামি শরীয়তে এটাও হারাম। কারণ ইসলামি নিয়ম হলো, যে জিনিস ব্যবহার করা হারাম তার ব্যবসা করাও হারাম। এ মর্মে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নেশাদার দ্রব্য, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি সমূহের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন।[৫৭]

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, তামাক ও মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।

একটি বিদেশী ষড়যন্ত্র

তামাক ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্রাজ্যবাদী বেনিয়ারা একটি গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। প্রতি বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালনের জন্য ৩১শে মে এবং বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস পালনের জন্য ২৬শে জুন কে তারা নির্ধারিত করেছে। এ দু'টি দিবস প্রাশ্চাত্যের সভ্যতায় পালিত হয়। সম্রাজ্যবাদী বেনিয়ারা আর্থিকভাবে দিবস দু'টিকে নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। তাদের চক্রান্তের ধরণ হলো, সর্বত্র সিগারেট, জর্দা ও মদের ব্যাপক প্রচার ও সাপ্লাই করা, ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের সার্বিক ব্যবস্থা করা, এগুলির চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচার করা এবং সাথে সাথে ধূমপান ও

৫৭. সহীহ বুখারী হা/২২৩৬, সহীহ মুসলিম হা/১৫৮১, ইবনে মাজাহ হা/২১৬৭ আবু দাঊদ হা/৩৪৮৬

www.waytojannah.com

মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে বছরে মাত্র একবার মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে আলোচনা করা। এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য যে, তামাক ও মাদকদ্রব্যের মাধ্যমে জনসাধারণের রক্ত চুষে কোটি কোটি ডলার কামাই করা। অথচ আমাদের কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ নেই।

হায় রে মানবাধিকার!

বর্তমানে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিছু মানবাধিকার সংস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানবাধিকারের নামে তারা মানুষের নৈতিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তারা আমাদেরকে দরদমাখা কণ্ঠে শুনায় যে, মদ বা সিগারেট একেবারে নিষিদ্ধ করলে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। তাই একেবারে নিষিদ্ধ না করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আসলে তাদের কাছে আত্মহত্যা করা, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংস করা কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। তাদের কাছে সভ্যতার সংজ্ঞাটা এ রকম যে, সর্বাবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে সভ্যতা মাথায় টুপি, পাগড়ী, হিজাব, ওড়না ইত্যাদি ব্যবহারের নৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়, আবার সেই সভ্যতাই মানবাধিকারের নামে তামাক ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করতে দেয় না। প্রতি বছর মাদকাসক্তির চিকিৎসায় কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েক কোটি টাকার ট্যাক্সের বিনিময়ে মাদকদ্রব্য বৈধ করা হয়েছে। আমরা এ রকম মানবাধিকার চাই না। আমরা সকল প্রকার তামাক ও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধের দাবী জানাই।

আসুন, মাদক প্রতিরোধ গড়ে তুলি!

বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বেশি সমাজ ধ্বংসের মাধ্যম হচ্ছে মাদকদ্রব্যের লাগামহীন ব্যবহার। এর প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। যে উপায় গুলি প্রয়োগ করে আমরা মাদক প্রতিরোধ করতে পারি তা নিম্নরূপ-

➢ **কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ:** পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে তামাক ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যতগুলি বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা নিজে জানতে হবে এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকজনকে এ সম্পর্কে

www.waytojannah.com

Contents

অবহিত করতে হবে। কারণ এই সমাজ বিধ্বংসী বিষয় থেকে একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনই মুক্তি দিতে পারে।

➢ **ঈমান:** সবাইকে মজবুত ঈমানদার হতে হবে। কারণ প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারেনা।

➢ **সলাত:** সলাত মানুষকে সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং একনিষ্ঠভাবে সলাত আদায়ের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধ সম্ভব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে রাখে।[৫৮]

➢ **সিয়াম:** শরীয়তের দৃষ্টিতে সিয়াম যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার অন্যতম মাধ্যম। তাই মাদক প্রতিরোধে সিয়াম নিঃসন্দেহে একটি ভাল উপায়। যেমন- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ: সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ।[৫৯]

➢ **সচেতনতা:** মাদকদ্রব্য সেবন একটি সামাজিক অপরাধ। এটির ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

➢ **পরিবারের ভূমিকা:** প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন পরিবারের সদস্য। মানুষ তার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। সুতরাং পরিবার প্রধান যদি মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাদের সন্তানদেরকে সতর্ক করেন, তাহলে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অনেকটাই কমে যাবে।

➢ **রাষ্ট্রের ভূমিকা:** মাদক প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উচিত মাদক বিরোধী আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। তাহলেই মাদক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

---

৫৮. সূরা আনকাবূত-২৯:৪৫

৫৯. সহীহ বুখারী হা/১৮৯৪, সহীহ মুসলিম হা/১১৫১, ইবনে মাজাহ হা/১৬৩৯, আবু দাউদ হা/২৩৬৩

www.waytojannah.com

আসুন! আমরা উক্ত উপায়গুলি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদক বস্তু উৎখাতের জন্য প্রত্যেকেই নিজ আগ্রহে এগিয়ে আসি। তাছাড়া মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

অর্থ: তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের মঙ্গলার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে এবং মন্দ কর্মে নিষেধ প্রদান করবে। আর নিজেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্র প্রতি।[৬০]

উল্লেখিত আলোচনা প্রমাণ করছে যে, যার সম্মুখেই এসব বস্তু পান করবে সে সাথে সাথে তাকে উত্তম আচরণে তা হতে বাধা প্রদান করবে। সম্ভব হলে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে।[৬১]

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীনের উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

আমাদের সেবা!

এখানে ক্বাওমী, ও কুরআন-সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত
সকল ধর্মীয় বইসমূহ পাওয়া যায়।
এ ছাড়াও বিখ্যাত ক্বারীদের কুরআন তিলাওয়াত,
ইসলামী গান ও সঠিক আক্বীদা পোষণকারী
আলোচকদের বক্তৃতা ডাউনলোড দেওয়া হয়।
মেমোরী কার্ড পাওয়া যায়।

সার্বিক যোগাযোগ
ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী,
রাণীবাজার, রাজশাহী, ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

৬০. আল ইমরান-৩:১১০
৬১. সহীহ মুসলিম ইফা: ৮২

www.waytojannah.com